উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.nbr.gov.bd

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ০৮ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ।

কর্মশালায় ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও এনবিআর চেয়ারম্যান

সঠিকভাবে রাজস্ব দেয়া সকলের নৈতিক দায়িত্ব: রাজস্ব সচেতনতায় ধর্মীয় শিক্ষা গুরুরা জনমত সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন

জনগণকে রাজস্ব প্রদান, রাজস্ব সচেতনতা ও কর নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। এরই অংশ হিসেবে আগামী অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে বাস্তবায়িত হবে 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২'। এ আইনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাসহ সকল ব্যবসায়ী পূর্বের আইনের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পাবেন। নতুন আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা ও আইনটি বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্পৃক্ততা বাড়াতে আজ ০৮ জানুয়ারি রবিবার সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় রাজধানীর কাকরাইল আইডিইবি ভবনে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প কার্যালয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের নিয়ে 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: সফিকুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, 'এনবিআরের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এনবিআরের বর্তমান নেতৃত্ব অংশীজনদের সহযোগিতা নিয়ে এগুচ্ছে। এটা অত্যন্ত ইতিবাচক। এনবিআর এবং করদাতা এখন পরস্পরের সক্রিয় পার্টনার এবং সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে সর্বত্র নতুন উদাহরণ তৈরি করেছে।'

তিনি আরো বলেন, 'রাজস্ব ব্যবসায়ীসহ দেশের জনগণের কাছে রাষ্ট্রের আমানত। রাষ্ট্রকে রাজস্ব না দিয়ে আমানতের খেয়ানত করলে পরপারে হিসাব দিতে হবে। যাকাত ধর্মীয় বিধান হলেও কর ধর্মীয় বিধান না। তবে ধর্মে বলা হয়েছে যদি রাষ্ট্র কোন আইনি দায়িত্ব দেয়া হয় তা পালন করতে হবে। আইনের একটি অংশে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে কর প্রদান করতে হবে। ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, জনগণ সবাই আমানতদার। ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে কর না দিলে মনে করতে পারেন ফাঁকি দিলাম। এ ফাঁকি দেয়ার জন্য এপারে না হলেও ওপারে আল্লাহর কাছে হিসেব দিতে হবে। কর না দিয়ে এনবিআরকে ঠকানো মানে বীরত্ব দেখানো না। তিনি আরো বলেন, করফাঁকি দিয়ে আমরা মনে করতে পারি ১৬ কোটি মানুষকে ঠকালাম। আসলে আমরা নিজেরাই ঠকে গেলাম। পাশাপাশি রাজস্ব না দিয়ে মানুষের হক নষ্ট না করার জন্যও আহ্বান জানান তিনি।

আগামী ৫বছরে ব্যবসার উন্নয়ন সূচকে (Doing Business Index) বাংলাদেশের অবস্থান দুই সংখ্যায় (Two Digit) নামিয়ে আনতে কাজ করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন সূচকে ১৯৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬তম। ব্যবসার পরিবেশ সূচক উন্নয়ন করার জন্য আইন সহজীকরণ, হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদান, জনবান্ধব অফিসে রুপান্তর ও ব্যবসায়ীদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এসব করতে পারলে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০ এর নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। সবাই চেষ্টা করলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে এ সংখ্যা দুই সংখ্যায় নামিয়ে আনার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. সফিকুল ইসলাম নতুন মূসক আইন উদ্যোক্তাবান্ধব, শক্তিশালীকরণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মো. নজিবুর রহমান বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা দেশের অগ্রগতিতে মূল ভূমিকা পালন করছেন। নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বিষয়ে তাদের সম্যক ধারণা থাকা একান্ত অপরিহার্য। এজন্য তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এফবিসিসিআই এর সাথে আমরা পার্টনারশিপ স্থাপন করেছি। নতুন এ আইন সম্পর্কে আমরা এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধিদের টিওটি (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ) প্রদান করে যাচ্ছি। পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকগণ মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রত্যেকে একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন।'

তিনি আরো বলেন, 'নতুন মূসক আইন বাস্তবায়নে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্ব স্থাপন করা হচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষা গুরুরা হবে এ আইনের জনমত সৃষ্টিকারী প্রধান ব্যক্তি। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান এ চার ধর্মের যারা শিক্ষাগুরু, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যারা দেখাশুনা করেন তাদের ভ্যাটের পাশাপাশি আয়কর ও শুল্ক বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব। এ অক্সিজেন সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

নতুন মূসক আইন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এ আইনের বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সকল সুপারিশ সুবিবেচনায় এনে জাতীয় স্বার্থে যা যা করা দরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সবই করবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী শিগগিরই ব্যবসায়ীদের সাথে এ বিষয়ে বসবেন। নতুন ভ্যাট আইনের ক্ষেত্রে আমাদের স্লোগান হবে, "ভ্যাট আইন হবে পানির মতো স্বচ্ছ ও সহজ"।'

কর্মশালায় বক্তারা ভ্যাট আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় সর্বসম্মতভাবে বলা হয়, নতুন মূসক আইন আর্ন্তজাতিক মানসম্পন্ন, যুগোপযোগী ও সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক। নতুন আইন বাস্তবায়িত হলে ছোট-বড় কোন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ব্যবসায় স্বচ্ছতা আসার পাশাপাশি পূর্বের আইনের চেয়ে বেশি সুবিধা পাবেন। নতুন ভ্যাট আইন অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ী যাদের বার্ষিক টার্নওভার ৩০ লক্ষ টাকা উপরে নয় তাদের কোন কর প্রদান করতে হবে না। যাদের বার্ষিক টার্নওভার ৩০ থেকে ৮০ লাখ টাকা তারা ৩% হারে টার্নওভার কর প্রদান করতে হবে। অনলাইনে নিবন্ধন নেয়া ও রিটার্ন দাখিল করা যাবে। রেয়াত ও রিফান্ড (ফেরত) ব্যবস্থা সহজ করা হয়েছে। ১৬৫৫৫ নম্বরে কল ভ্যাট সংক্রান্ত যেকোন সেবা বা জিজ্ঞাসার উত্তর Call Center হতে পাওয়া যাবে। যেসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়িগণ অনলাইন কার্যক্রমে সাময়িকভাবে দূর্বলতা অনুভব করবেন, তারা Call Center VOSC (VAT Online Service Centre) এবং নিকটবর্তী মূসক দপ্তর হতে ভ্যাট সংক্রান্ত যেকোন সহযোগিতা পাবেন। আশা করা যায় আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভ্যাট-জিডিপি হার সমানুপাতে বৃদ্ধি পাবে।

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

০৮/০১/২০১৭

(সৈয়দ এ. মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ
বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।